জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস

আপনি জানেন কি?

হেযবুত তওহীদের এমাম, এমামুয্‌যামান

The Leader of theTime

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস

আপনি জানেন কি?

যামানার এমাম, এমামুয্যামান, *The Leader of the Time*

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়

তওহীদ প্রকাশন
৩১/৩২, পি.কে. রায় রোড,
পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন: ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০-১৭৪৬৫১
www.hezbuttawheed.com, www.tawheedprocation.org

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ: ১৭ জুলাই ২০১১ ঈসায়ী-৩১০০ কপি
দ্বিতীয় মুদ্রণ: ২২ অগাস্ট ২০১১ ঈসায়ী-১০০০০ কপি
তৃতীয় মুদ্রণ: ১৮ অক্টোবর ২০১১ ঈসায়ী-৫২০০ কপি
চতুর্থ মুদ্রণ: ২০ নভেম্বর-২০১১ ঈসায়ী-২০০০ কপি
পঞ্চম মুদ্রণ: ১২ ফেব্রুয়ারী-২০১২ ঈসায়ী-৫০০০ কপি
ষষ্ঠ মুদ্রণ: ০৩ জুন ২০১২ ঈসায়ী-৫০০০ কপি

যামানার এমামের লিখিত অন্যান্য গ্রন্থাবলী
এ ইসলাম ইসলামই নয়
আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা
দাজ্জাল? ইহুদী-খ্রীস্টান 'সভ্যতা'!
Dajjal? The Judeo-Christian 'Civilization'!
এসলামের প্রকৃত রূপরেখা
এসলামের প্রকৃত সালাহ্
হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
বাঘ-বন-বন্দুক (শিকারের সত্য ঘটনা)

মূল্য: ১০.০০ টাকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস

আমার লেখা বইগুলি প্রকাশ হবার পর থেকে এ পর্যন্ত যে বিষয়টি লক্ষ্য করা গেলো তা হোচ্ছে এই যে, মোসলেম বোলে পরিচিত এই জনসংখ্যার যে অংশটুকু এই দেশে আছে তাদের একাংশ হয় ভীত হোয়েছেন না হয় চিন্তিত হোয়ে পোড়েছেন। এই অংশটি হোচ্ছে জাতির সেই অংশ যেটা কিছুতেই আল্লাহ, রসুলের দীন প্রতিষ্ঠা হোক তা চায় না। তারা আমাদের জীবনে আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থা, দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে সন্ত্রাসী, জঙ্গীবাদ ইত্যাদি নাম দিয়ে মানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন কোরতে চান। আমার এই বইয়ে লিখিত জেহাদ, কেতাল ইত্যাদিকে সন্ত্রাস বোলে চিহ্নিত কোরতে চান। **জেহাদ আর সন্ত্রাস এক জিনিস নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।** জেহাদ শব্দের অর্থ কোন কাজ কোরতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা; আর সন্ত্রাস হোচ্ছে হিংসাত্মক কাজ কোরে, বোমা ফাটিয়ে, ধ্বংস কোরে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করা। কিন্তু মোসলেম নামধারী কিন্তু কার্যত কাফের ও মোশরেক এই লোকগুলি জেহাদকে সন্ত্রাস বোলে চালিয়ে, জেহাদের বিরুদ্ধে মানসিকতা গড়ে তুলতে চান। অথচ দীন প্রতিষ্ঠার এই জেহাদ অর্থাৎ প্রচেষ্টা ছাড়া দীনুল এসলামই অসম্পূর্ণ; **কারণ ঈমানের সংজ্ঞার মধ্যে, মো'মেন হবার সংজ্ঞা, শর্তের মধ্যেই আল্লাহ এই জেহাদ অর্থাৎ দীন প্রতিষ্ঠার এই প্রচেষ্টাকে, সংগ্রামকে ঢুকিয়ে দিয়ে রেখেছেন।**[১]

যারা আমাদের জীবনে আল্লাহর দীনুল হক, এসলাম প্রতিষ্ঠা হোক তা চান না **তারা স্বভাবতই এই প্রচেষ্টাকে অর্থাৎ জেহাদকেও চান না,** এটাই স্বাভাবিক। তারা জেহাদ অর্থাৎ প্রচেষ্টাকে হেয়, মন্দ কাজ বোলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় একে সন্ত্রাসের সঙ্গে এক কোরে দিয়েছেন, যাতে সাধারণ মানুষ সন্ত্রাসকে ঘৃণার সাথে জেহাদকেও ঘৃণা করে। যেহেতু এসলাম বিরোধী এই লোকগুলির নিয়ন্ত্রণেই দেশের অধিকাংশ প্রচার ব্যবস্থা অর্থাৎ মিডিয়া (*Media*), সেহেতু তাদের অবিশ্রান্ত মিথ্যা প্রচারের ফলে তারা প্রায় সফলও হোয়েছেন। মোসলেম ও মো'মেন হবার দাবীদারও আজ নিজেকে কোনভাবে জেহাদ অর্থাৎ দীনুল হক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত হবার কথা স্বীকার কোরতে ভয় পান এবং করেনও না।

১। কোরআন, সূরা হুজরাত, আয়াত ১৫

সুতরাং প্রয়োজন হোয়ে পোড়েছে যে **দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় জেহাদ এবং কেতালের স্থান কোথায় তা নির্দিষ্ট করা।** জেহাদ শব্দের অর্থ সংগ্রাম, সর্বাত্মক সংগ্রাম, প্রচেষ্টা। জেহাদ হোচ্ছে দীন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা মানুষকে মুখে বোলে, লিখে জানিয়ে, বক্তৃতা কোরে, যুক্তি উপস্থাপন কোরে, বুঝিয়ে ইত্যাদি ভাবে। আর কেতাল একেবারে ভিন্ন শব্দ যার অর্থ সশস্ত্র যুদ্ধ। **জেহাদ ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠি ইত্যাদির পর্যায়ে এবং কেতাল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে।** কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বা দল যদি দীন প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র হাতে নেয় তবে সেটা হবে মারাত্মক ভুল। তাদের কাজ হবে মানুষকে যুক্তি দিয়ে কোর'আন-হাদীস দেখিয়ে, বই লিখে, বক্তৃতা কোরে অর্থাৎ সর্বপ্রকারে মানুষকে এ কথা বোঝানো যে পৃথিবীতে অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন, শোষণ, ক্রন্দন, রক্তপাত, যুদ্ধহীন একটি সমাজে নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারের মধ্যে অর্থাৎ নিরংকুশ শান্তিতে বাস কোরতে হোলে একমাত্র পথ যিনি আমাদের সৃষ্টি কোরেছেন তাঁর দেয়া জীবন বিধান মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালনা করা। সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় যে, যিনি যে জিনিস তৈরী কোরেছেন তাঁর চেয়ে আর কে বেশী জানবে যে জিনিসটি কিভাবে চালালে সেটা ঠিকমত, ভালোভাবে চোলবে। আল্লাহ সুরা মুলকের ১৪ নং আয়াতে বোলেছেন- **যে সৃষ্টি কোরেছে তার চেয়ে বেশী জান?** (তুমি সৃষ্ট হোয়ে?) এ যুক্তির কোন জবাব আছে? কিন্তু আমরা মো'মেন মোসলেম হবার দাবীদার হোয়েও দাজ্জালের (ইহুদী খ্রীস্টান বস্তুবাদী সভ্যতা) নির্দেশে আল্লাহর দেয়া দীন, জীবন-ব্যবস্থা থেকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অংশটুকু ছাড়া সমষ্টিগত (যেটাই প্রধান) অংশটুকু বাদ দিয়ে সেখানে নিজেরা বিধান, আইন-কানুন, নিয়মনীতি নির্দ্ধারণ কোরে সেই মোতাবেক আমাদের সমষ্টিগত জীবন পরিচালিত কোরছি। ফল কি হোয়েছে? শিক্ষা দীক্ষায়, বিজ্ঞানে, **প্রযুক্তিতে মানব ইতিহাসের চূড়ান্ত স্থানে উপস্থিত হোয়েও আজ পৃথিবী অশান্তি, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার আর মানুষে মানুষে সংঘর্ষ ও রক্তপাতে অস্থির।** তাহোলে প্রমাণ হোয়ে যাচ্ছে যে মানুষ তার জীবন পরিচালনার জন্য যে ব্যবস্থা তৈরী কোরে নিয়েছে তা তাকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হোয়েছে। কাজেই মানুষকেই বোঝাতে হবে যে এ পথ ত্যাগ কোরে মানুষের সার্বভৌমত্বকে ত্যাগ কোরে আল্লাহর রসুল যা শিখিয়েছেন সেই আল্লাহর সার্বভৌমত্বে ফিরে যেতে হবে, সেই সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ কোরে তাঁর দেয়া দীন, জীবন-ব্যবস্থাকে গ্রহণ কোরে আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা কোরতে হবে। এই কাজ কি জোর কোরে করাবার কাজ? এটাতো সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় যে জোর কোরে, শক্তি প্রয়োগ কোরে মানুষকে কোন কিছু বিশ্বাস করানো অসম্ভব।

হেযবুত তওহীদ এই কাজটাই করার সংকল্প কোরছে এবং কোরছে মানুষকে বুঝিয়ে, যুক্তি দিয়ে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বে (উলুহিয়াতে) মানুষকে ফিরে আসার আহ্বান কোরছে। এই কাজ করার জন্য হেযবুত তওহীদ প্রক্রিয়া গ্রহণ কোরেছে আল্লাহর রসুলের প্রক্রিয়া, অর্থাৎ তরিকাহ। তিনি কি কোরেছিলেন? মক্কী জীবনের তের বছর তাঁর আহ্বান অর্থাৎ বালাগ ছিলো ব্যক্তি ও দলগত পর্যায়ে। তাই তিনি ও তাঁর দল সর্বপ্রকার অত্যাচার, মিথ্যা দোষারোপ, নির্যাতন সহ্য কোরেছেন - কোন প্রতিঘাত করেন নি। হেযবুত তওহীদের মোজাহেদরাও আজ সতের বছর ধোরে মানুষকে তওহীদের, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বালাগ দিয়ে আসছে, এটা কোরতে যেয়ে তারা বিরুদ্ধবাদীদের গালাগালি খাচ্ছে, অপমানিত হোচ্ছে, মার খাচ্ছে, প্রচণ্ডভাবে নির্যাতিত হোচ্ছে। দাজ্জালের অনুসারী, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার বিরোধীদের দ্বারা হেযবুত তওহীদের মোজাহেদরা বহুস্থানে বহুবার আক্রান্ত হোয়েছেন, তাদের আক্রমণে বহু মোজাহেদ সাংঘাতিকভাবে জখম, আহত হোয়েছেন এবং একজন পুরুষ মোজাহেদ এবং একজন নারী মোজাহেদা প্রাণ দিয়েছেন, শহীদ হোয়েছেন। তাদের মিথ্যা প্রচারে ও প্ররোচনায় প্রভাবিত হোয়ে পুলিস মোজাহেদদের গ্রেফতার কোরছে, তাদের শারিরিক নির্যাতন কোরছে, জেলে দিচ্ছে, তাদের নামে আদালতে মামলা দিচ্ছে, এমন কি একেবারে মিথ্যা মামলাও দিচ্ছে। কিন্তু এই সতের বছরে ২৭৪ টির মত মামলার একটিতেও কোন মোজাহেদ আদালতের বিচারে দোষী প্রমাণিত হয় নাই, একটিতেও শাস্তি হয় নাই।

হেযবুত তওহীদের জন্মের সময় থেকেই আমি **নীতি হিসাবে রসুলের এই তরিকা অনুসরণ কোরেছি।** আমার কঠিন নির্দেশ দেয়া আছে কোন মোজাহেদ কোন রকম বে-আইনী কাজ কোরবে না, কোন আইন ভঙ্গ কোরবে না, কোন বে-আইনী অস্ত্র হাতে নেবে না। যদি আমি জানতে পারি যে কোন মোজাহেদদের কাছে কোন বে-আইনী অস্ত্র আছে তবে আমিই পুলিসে খবর দিয়ে তাকে ধরিয়ে দেব। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোন মোজাহেদ কোন বে-আইনী কাজ কোরে কোন অস্ত্র মামলায় আদালত থেকে শাস্তি পায় নাই। কিন্তু তাতে পুলিসের হয়রানি করা থামে নাই। হেযবুত তওহীদ সম্বন্ধে মিডিয়ার (সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি) এবং ধর্ম ব্যবসায়ী আলেম ওলামাদের অবিশ্রান্ত মিথ্যা প্রচারে প্রভাবিত হোয়ে পুলিস এখনও এখানে সেখানে মোজাহেদদের গ্রেফতার কোরছে, এমন কি ঘরের মধ্যে বোসে আলোচনা করার সময় গ্রেফতার কোরেছে, আর

কোন অপরাধ না পেয়ে ৫৪ ধারায় অভিযুক্ত কোরে চালান দিচ্ছে কিন্তু স্বভাবতই আদালত থেকে কোন সাজা হোচ্ছে না।

আল্লাহর রসুলের তের বছরের মক্কী জীবনও ছিলো শুধু এক তরফা নির্যাতন। তারপর মদীনার মানুষ যখন তাঁর তওহীদের ডাক গ্রহণ কোরল, তখন তিনি হেজরত কোরে সেখানে যেয়ে রাষ্ট্র গঠন কোরলেন। যেই রাষ্ট্র গঠন কোরলেন তখনই নীতি বদলে গেলো। কারণ **কোন রাষ্ট্র কোনদিন ব্যক্তি বা দলের নীতিতে টিকে থাকতে পারে না।** তখন তাঁর প্রয়োজন হবে অস্ত্রের, সৈনিকের, যুদ্ধের প্রশিক্ষণের। আল্লাহর রসুলও তাই কোরলেন- হাতে অস্ত্র নিলেন এবং তখন থেকে তাঁর পবিত্র জীবনের বাকিটার সমস্তটাই কাটলো যুদ্ধ কোরে। অর্থাৎ তওহীদ ভিত্তিক এই সত্যদীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় **ব্যক্তি গোষ্ঠি বা দলগতভাবে কোনও কেতাল অর্থাৎ সশস্ত্র যুদ্ধ নেই,** আছে শুধু তওহীদের, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের আহ্বান, বালাগ দেয়া। ঠিক তেমনি **রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আছে সশস্ত্র যুদ্ধ।** রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অস্ত্র, যুদ্ধ ইত্যাদি যদি আইন সম্মত না হয় তবে পৃথিবীর সব দেশের সামরিক বাহিনীই বে-আইনী, সন্ত্রাসী। কোর'আন ও হাদীসে যে জেহাদ ও কেতালের কথা আছে তা রাষ্ট্রগত। হেযবুত তওহীদের মোজাহেদদের বাড়িতে যেয়ে তাদের গ্রেফতার করার কথা ফলাও কোরে কাগজে, রেডিও, টেলিভিশনে প্রচার করা হয়। টেলিভিশনের পর্দায় তাদের হাতকড়া পড়ানো অবস্থায় দেখানো হয়; আর দেখানো হয় আমার লেখা পুস্তিকাগুলি, এসলামের প্রকৃত সালাহ ও এসলামের প্রকৃত রূপরেখা, দাজ্জাল? ইহুদী-খ্রীস্টান 'সভ্যতা'!, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি। পুলিস এবং মিডিয়ার লোকজনদের, টিভির পর্দায় বুক ফোলানো ছবি দেখে মনে হয় তারা গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছেন। অথচ ঐ বইগুলি আমার নির্দেশে অনেক আগেই বাংলাদেশের অধিকাংশ থানায় মোজাহেদরা নিজেরা যেয়ে পৌঁছে দিয়েছে। দ্বিতীয় কথা হোল, বলা হয় ঐ জব্দ করা বইগুলি জেহাদী বই- ওতে জেহাদ ও কেতালের কথা লেখা আছে। জেহাদ এবং কেতালের কথা লেখা আছে বোলে যদি আমার এই বইগুলি জব্দ অর্থাৎ বাজেয়াপ্ত করা হয় তবে তাদের কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে গেলো; কারণ ঐ বাড়িতেই অন্তত আরও দুইটি বই আছে যেগুলিতে **আমার বইয়ে জেহাদ ও কেতাল যতবার লেখা আছে তা থেকে বহুগুণ বেশীবার ঐ শব্দ দু'টি, জেহাদ ও কেতাল লেখা আছে।** শুধু লেখা আছে নয় যা করার জন্য সরাসরি আদেশ দেওয়া আছে, এবং কোরলে মহাপুরস্কার এবং না কোরলে কঠিন শাস্তির কথা লেখা আছে। ঐ বই দুইটির একটি

আল্লাহর কোর'আন এবং অন্যটি রসুলের হাদীস। ঐ বই দুইটি বাজেয়াপ্ত না কোরে শুধু আমার ছোট ছোট দু'একটি পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত কোরে তা উঁচু কোরে টিভির পর্দায় দেখানো অযৌক্তিক, যুক্তিসম্মত নয়।

আমরা কোর'আন-হাদীস দেখিয়ে, যুক্তি দিয়ে, প্রমাণ দিয়ে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা কোরছি যে তওহীদ ভিত্তিক দীন, জীবন-ব্যবস্থা ছাড়া **মানুষের জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তার আর কোন বিকল্প পথ নেই।** বর্ত্তমান অশান্ত পৃথিবীই তার প্রমাণ। এখানে জোর জবরদস্তির কোন স্থান নেই, মানুষকে জোর কোরে কোন কিছু বোঝানো যায় না এটা সাধারণ জ্ঞান (*Common sense*), মানুষ যদি একে গ্রহণ করে তবে দেশে তওহীদ ভিত্তিক দীন, জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, আর যদি মানুষ আমাদের ডাকে সাড়া না দেয়, মানুষের সার্বভৌমত্বকেই, মানুষের উলুহিয়াতকেই আঁকড়ে ধোরে থাকে তবে আমাদের কিছু করার নেই। আল্লাহর যা ইচ্ছা কোরবেন। আর যদি মানুষ আমাদের কথা বোঝে, সাড়া দেয়, দাজ্জালের শেখানো বর্ত্তমানের মানুষের সার্বভৌমত্বকে অর্থাৎ শের্ক ও কুফর ছেড়ে দিয়ে তওবা কোরে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ তওহীদ ভিত্তিক দীন, জীবন-ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে তখন সৃষ্টি হবে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র, এই রাষ্ট্র গঠন হওয়ার পর প্রশ্ন আসবে যুদ্ধ বা কেতালের। সুতরাং এখন যে হেযবুত তওহীদকে জঙ্গী, জেহাদী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি বোলে প্রচার করা হয় তা জঘন্য মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আজ যে হেযবুত তওহীদকে ঐভাবে চিত্রিত করার আপ্রাণ চেষ্টা হোচ্ছে তার বিরাট এবং গভীর কারণ আছে। কিন্তু তা এখানে আলোচনা করার নয়। কিন্তু তাদের এ চেষ্টা এনশাল্লাহ ব্যর্থ হবে কারণ হেযবুত তওহীদ যে মহাসত্য প্রচার কোরছে তার চেয়ে বড় আর কোন সত্য আসমান ও যমিনে নেই, আর তা হোল আল্লাহর তওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ লা এলাহা এল্লাল্লাহ, মোহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ (দ:)।

আল্লাহ সুরা তওবার ৩২ নং আয়াতে বোলেছেন- তারা (কাফের, মোশরেকরা) তাদের মুখের ফুঁৎকার দিয়ে আল্লাহর নুরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নুরের পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া অন্য কিছু চান না, তা কাফেরদের কাছে যত অপ্রীতিকরই হোক। **এনশাল্লাহ তারা হেযবুত তওহীদকেও ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে পারবে না।**

আপনি জানেন কি?

হেযবুত তওহীদ (প্রতিষ্ঠা-১৯৯৫)

প্রতিষ্ঠাতা: যামানার এমাম (*The Leader of the Time*) এমামুয্যামান

জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

মহামান্য হাইকোর্টের রায়

হেযবুত তওহীদ নিষিদ্ধ নয়।

[ক্রিমি-মিস কেস নং-১৩৭৩৩/২০০৯, আদেশ-১০/১২/২০০৯ এবং ক্রিমি: মিসকেস: ১৮৫১/০৭]

হেযবুত তওহীদের হ্যান্ডবিল বিতরণ অর্থাৎ এর প্রচারকার্য্যে কোন বাধা নেই।

[ক্রিমি: মিসকেস: ১১৮৪/০৬]

সাবেক পুলিশ প্রধান (আই.জি.পি) এর বক্তব্য

“হেযবুত তওহীদের পক্ষ থেকে আমি কোন প্রকার নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের আশংকা করি না। কারণ তারা শুধু দাওয়াত দেওয়ার কাজে নিয়োজিত। এ পর্যন্ত তারা কোন প্রকার নাশকতা সৃষ্টির কাজে জড়িত হয় নি, আমি যতটুকু জানি, এমন কোন ঘটনা ঘটানোর কাজে এরা জড়িত হবে না।” [স্থান-রাজারবাগ পুলিস লাইন, ঢাকা, তাং-১৫/১২/০৭, অফিসার্স কল্যাণ সমিতির বাৎসরিক সভায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে]

পুলিশ কমিশনার

হেযবুত তওহীদ নামের কোন সংগঠনকে এখনও নিষিদ্ধ করা হয় নি। এই সংগঠনটি নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছুই নেই। (মহানগর পুলিস কমিশনার, রাজশাহী, সূত্র: দৈনিক সানশাইন, রাজশাহী, তাং-২৬/০১/২০১১)

এস.পি. তদন্ত রিপোর্ট

হেযবুত তওহীদ নিষিদ্ধ, জঙ্গী ও মৌলবাদী সংগঠন নয়। [এস.পি, সাতক্ষীরা, কালীগঞ্জ থানা, জিডি-৬৪৯, ১৭/০৫/০৭]

এর আগেও হেযবুত তওহীদের সদস্যদের গ্রেফতার করা হোয়েছিল। কিন্তু কোন জঙ্গী সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায় নি। (এস.পি. ময়মনসিংহের বক্তব্য, দৈনিক ইত্তেফাক, পৃষ্ঠা-১৫, তারিখ-২১/০৭/০৯)

আদালতে প্রদত্ত থানা তদন্ত রিপোর্ট

এ পর্যন্ত ১৮৬ বার বিভিন্ন থানা থেকে হেযবুত তওহীদ ও হেযবুত তওহীদের সদস্যদেরকে নিরপরাধ ও রাষ্ট্রবিরোধী নয় বোলে আদালতকে অবহিত করা হোয়েছে, এমন কি এসলাম-বিরোধী বা জঙ্গী সম্পৃক্ত নয় বোলে নিশ্চয়তা প্রদান করা হোয়েছে যার কয়েকটি নমুনা নিম্নরূপ:

- আসামীদের হেফাজত হইতে প্রাপ্ত ও জব্দকৃত আলামত (হেযবুত তওহীদের বইসমূহ) পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক দেখা যায় আসামীগণ কোন জঙ্গী সংগঠন ও জঙ্গী কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত নাই এবং হেযবুত তওহীদ সংগঠন ধর্ম ও রাষ্ট্রবিরোধী কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত আছে মর্মে কোন তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় নাই। আমার ব্যাপক তদন্ত ও গোপনে এবং প্রকাশ্য অনুসন্ধানে 'হেযবুত তওহীদ' নিষিদ্ধ কোন সংগঠন না হওয়ায় তাহাদের কার্য্যক্রম বৈধ বলিয়া প্রকাশ পায়। [সহকারী কমিশনার (এ.সি. প্রসিকিউশন) সি.এম.পি.-র মাধ্যমে তদন্ত রিপোর্ট-০৩/০২/২০১১, কোতয়ালী থানার জি.ডি. নং ২০০৯, তাং-৩১/১২/২০১০ইং, চট্টগ্রাম]
- আসামীদ্বয় ইসলামী সংগঠন হেযবুত তওহীদের সদস্য। আসামীদ্বয়ের সাথে তদন্তকালে কোন জঙ্গী সম্পৃক্ততা খুঁজে পাওয়া যায় নাই। [পুলিস তদন্ত রিপোর্ট-২৭/১১/২০১০, আশুলিয়া থানার জি.ডি. নং ১৫৫৪, তাং-২৩/১০/২০১০ইং, ঢাকা]
- হেযবুত তওহীদ কোন নিষিদ্ধ সংগঠন নয় এবং আসামীদের সাথে থাকা দাজ্জাল নামীয় বই ও সিডি বর্ত্তমানে নিষিদ্ধ নয় বলিয়া জানা যায় এবং তাদের কোন অসদুদ্দেশ্য ছিল না বলে

জানা যায়। [পুলিস তদন্ত রিপোর্ট-২৪/১১/১০, ফেনী মডেল থানার জিডি নং-১৮১, তাং-০৪/১১/১০ইং]

- আসামীদের বিরুদ্ধে জিডি ঘটনার বিষয়ে স্থানীয়ভাবে প্রকাশ্য ও গোপনে ব্যাপকভাবে তদন্ত কোরি। তদন্তকালেও আসামীদের হেফাজতে থাকা বই পর্যালোচনায় ইসলাম বিরোধী ও জঙ্গী সংগঠনের কোন কিছু পরিলক্ষিত হয় নাই। কোন অপ্রীতিকর কাজের সাথে জড়িত আছে মর্মে কোন স্বাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। (পুলিস তদন্ত রিপোর্ট- ৮/৮/১০, দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ থানার জি.ডি. নং ৪৭৬, তাং-৯/০৭/১০ ইং, ঢাকা)
- তদন্তকালে আসামীদের স্বীকারোক্তি ও সাক্ষ্যপ্রমাণে জানা যায়, হেযবুত তওহীদ নামক সংগঠনটি কোন জঙ্গী সংগঠন নয় এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় নাই। উল্লেখ্য বিষয়ে গভীর তদন্ত ও ব্যাপক অনুসন্ধান করে এবং হেযবুত তওহীদ নিষিদ্ধ কোন সংগঠন না হওয়ায় তাদের কার্য্যক্রম বৈধ বলে প্রকাশ পায়। (পুলিস তদন্ত রিপোর্ট-২১/০৬/০৯. ডিমলা থানার সাধারণ ডাইরী নং ৬৩৭, তাং ১৬/৫/১০, নীলফামারী)
- ইসলাম ও রাষ্ট্রবিরোধী কোন কর্মকাণ্ডে হেযবুত তওহীদ জড়িত নয় এবং এর সাথে উগ্র মৌলবাদী কোন সংগঠনের সম্পর্ক নেই। [পুলিস তদন্ত রিপোর্ট-১৪/০১/০৯, কালীয়াকৈর থানা জিডি-৪৮২, তাং-১৮/১২/০৮, গাজীপুর]

এতদসত্ত্বেও এ আন্দোলন প্রশাসনের সীমাহীন অবিচার ও নির্মম নির্যাতনের শিকার হোচ্ছে।

- আজ পর্যন্ত হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে মোট ২৭৪টি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হোয়েছে। এর মধ্যে ১৮৬টি মামলা ইতিমধ্যেই আদালত কর্তৃক মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বিচারাধীন বাকী ৮৮টি মামলার মধ্যে ৫৭টি মামলায় আমাদের মোজাহেদগণ ইতোমধ্যেই জামিনে মুক্তি পেয়েছেন এবং সবগুলি মামলাতেই এনশাল্লাহ খুব শিঘ্রীই তারা অব্যহতি পেয়ে যাবে।

- এ পর্যন্ত মোট ১২৪৯ জন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে জে.আই.সি, টি.এফ.আই. ও পুলিস রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে ২০০ জনকে কিন্তু বে-আইনী কিছুই পাওয়া যায় নি।

১৭ বছরে আদালতের রায়ে সাজাপ্রাপ্ত - ০ (শূন্য) জন।

প্রশ্ন এই যে, নিম্ন ও উচ্চ আদালতের রায়ে, পুলিস প্রধান ও অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থার মতে এ আন্দোলন নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও এর উপর নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রেফতার, নানা প্রকার নির্যাতন, নিপীড়ন চোলছেই। **এই বিপরীতমুখী অদ্ভুত পরিস্থিতির কারণ কি?**

এর কারণ বুঝতে হোলে আমাদেরকে একটু পিছনে ফিরে যেতে হবে। কয়েক শতাব্দি আগে ইউরোপের খ্রীস্টানরা পৃথিবীর প্রায় সবক'টি মোসলেম দেশকে সামরিক শক্তিবলে অধিকার করার পর এই জাতিটি যাতে আর কোনদিন তাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য তারা কিছু সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করে। তার একটি হোচ্ছে-তারা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এ জাতিটিকে মানসিকভাবে তাদের অনুগত জাতিতে পরিণত কোরতে চাইল। কারণ শিক্ষাব্যবস্থা হলো এমন এক মাধ্যম যা দ্বারা মানুষের চরিত্রকে যেমনভাবে ইচ্ছা তৈরী করা যায়। তাই দখলকারী শক্তিগুলি তাদের অধিকৃত মোসলেম দেশগুলিতে পাশাপাশি দু'টি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন কোরল। একটি সাধারণ শিক্ষা এবং অপরটি মাদ্রাসা শিক্ষা।

বৃহৎ মোসলেম জনগোষ্ঠীকে শাসকরা তাদের পছন্দমত একটি এসলাম শিক্ষা দেবার জন্য তাদের অধিকৃত সমস্ত মোসলেম দুনিয়ায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরল। উদ্দেশ্য- পদানত মোসলেম জাতিটাকে এমন একটা এসলাম শিক্ষা দেয়া যাতে তাদের চরিত্র প্রকৃতপক্ষেই একটা পরাধীন দাস জাতির চরিত্রে পরিণত হয়, তারা কোনদিন তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার চিন্তাও না করে। অনেক গবেষণা কোরে তারা একটি বিকৃত এসলাম তৈরী কোরল যেটা বাহ্যিকভাবে দেখতে প্রকৃত এসলামের মতই কিন্তু ভেতরে, আত্মায়, চরিত্রে আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত এসলামের একেবারে বিপরীত। এই শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাসে তারা এসলামের আত্মা তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং দীন প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক সংগ্রামকে বাদ দিয়ে শুধু মাসলা মাসায়েল

ও বিতর্কিত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত কোরল, যাতে এই মাদ্রাসা-শিক্ষিত লোকগুলো সবসময় নিজেদের মধ্যে মতভেদ, তর্কাতর্কি ও কোন্দলে লিপ্ত থাকে এবং এটাকেই এসলাম মনে করে ও খ্রীস্টান শাসকদের বিরুদ্ধে কোনদিনও ঐক্যবদ্ধ হোতে না পারে। এখানে অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদির কোন কিছুই রাখা হলো না, **যেন মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে এসে আলেমদের রুজি-রোজগার কোরে খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য এই দীন, ধর্ম বিক্রী কোরে রোজগার করা ছাড়া আর কোন পথ না থাকে।** খ্রীস্টানরা এটা এই উদ্দেশ্যে কোরল যে তাদের মাদ্রাসায় শিক্ষিত এই মানুষগুলো যাতে বাধ্য হয় দীন বিক্রী কোরে উপার্জন কোরতে এবং তাদের ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে বিকৃত এসলামটা এই জনগোষ্ঠীর মন-মগজে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হোয়ে যায়; এ উপমহাদেশসহ খ্রীস্টানরা তাদের অধিকৃত সমস্ত মোসলেম দেশগুলিতে এই একই নীতি কার্য্যকরী কোরেছে এবং সর্বত্র তারা একশ' ভাগ সফল হোয়েছে। এই ঐতিহাসিক সত্যটাকে তুলে ধরায় বর্ত্তমানের আলেম মোল্লা শ্রেণী হেযবুত তওহীদের ওপর ক্ষিপ্ত হোয়ে গেছেন। তাছাড়া আমাদের এমাম, এ যামানার এমাম পবিত্র কোর'আন থেকে দেখিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহর আয়াত বিক্রী কোরে টাকা উপার্জন করা আল্লাহ হারাম কোরেছেন অর্থাৎ **তারা যে নামায, জুমা-ঈদ পড়িয়ে, খতম, মিলাদ, তারাবি ও জানাজা পড়িয়ে, ফতোয়া লিখে ও দিয়ে, ওয়াজ কোরে ইত্যাদি নানাভাবে পয়সা উপার্জন কোরে খাচ্ছেন তা আল্লাহর ভাষায় আগুন খাওয়ার সমান।**[১] তাদের এই সমস্ত গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেওয়ায় তারা ক্ষিপ্ত হোয়ে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নেমেছেন। আজ পর্যন্ত হেযবুত তওহীদের কর্মীদেরকে যত হয়রানী করা হোয়েছে তার উল্লেখযোগ্য অংশের পেছনেই ছিল এই ধর্মব্যবসায়ী মোল্লাদের প্ররোচনা। পরিহাসের বিষয় এই যে, এরা জনসাধারণকে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত কোরে দেন এই বোলে যে, আমরা নাকি কাফের ও খ্রীস্টান হোয়ে গেছি। আর হেযবুত তওহীদের কর্মীদেরকে পুলিসে ধোরিয়ে দেন এই বোলে যে, এরা জঙ্গী, এরা সন্ত্রাস কোরে এসলাম প্রতিষ্ঠা কোরতে চায় - অর্থাৎ ঠিক উল্টো কথা।

এ তো গেল মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা। এবার আসা যাক সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে। ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাটি তারা চালু কোরল স্কুল কলেজের মাধ্যমে। এ ভাগটা তারা কোরল এই জন্য

১। সুরা বাকারা-১৭৪-১৭৫

যে, এ বিরাট এলাকা শাসন কোরতে যে জনশক্তি প্রয়োজন তা এদেশের মানুষ ছাড়া সম্ভব ছিল না;

সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের কেরাণীর কাজে অংশ নিতে যে শিক্ষা প্রয়োজন তা দেওয়ার জন্য তারা এতে ইংরেজী ভাষা, সূদভিত্তিক অংক, বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক, ইতিহাস (প্রধানতঃ ইংল্যান্ড ও ইউরোপের রাজারাণীদের ইতিহাস), ভূগোল, প্রযুক্তিবিদ্যা অর্থাৎ পার্থিব জীবনে যা যা প্রয়োজন হয় তা শেখানোর বন্দোবস্ত রাখলো; সেখানে আল্লাহ, রাসুল, আখেরাত ও দীন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই রাখা হলো না, সেই সঙ্গে নৈতিকতা, মানবতা, আদর্শ, দেশপ্রেম ইত্যাদি শিক্ষাও সম্পূর্ণ বাদ রাখা হলো। **তাদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হোল যাতে তাদের মন শাসকদের প্রতি হীনমন্যতায় আপ্লুত** থাকে এবং পাশাপাশি তাদের মন-মগজে আল্লাহ, রসুল, দীন সম্বন্ধে অপরিসীম অজ্ঞতাপ্রসূত বিদ্বেষ (*A hostile attitude*) সৃষ্টি হয়। বিশ্ব-রাজনৈতিক কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের খ্রীস্টান শক্তিগুলি তাদের উপনিবেশগুলিকে বাহ্যিক স্বাধীনতা দিয়ে চোলে যাওয়ার পরও সেই শিক্ষাব্যবস্থা আজও চালু আছে এবং এ ব্যবস্থায় শিক্ষিতদের এসলামের প্রতি সেই বিদ্বেষভাব এখন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ত্তমান প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া পুরোটাই এই এসলাম বিরোধী শিক্ষিত শ্রেণীটির হাতে; এসলামবিরোধী শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে এই শ্রেণীটি শুধু যে আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থার প্রয়োগ চান না তাই নয় এসলামের প্রতি তাদের মনোভাব অবজ্ঞা ও শত্রুভাবাপন্ন। যেহেতু হেযবুত তওহীদ প্রকাশ্যভাবে চায় আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা (দীন) পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠিত হোক, তাই স্বভাবতই এই শ্রেণীটি হেযবুত তওহীদেরও বিরোধী। তারা সংবাদপত্র, টিভি, রেডিও, ইন্টারনেটে গত ১৫ বছর ধোরে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন মিথ্যা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। হেযবুত তওহীদ সত্যিই সন্ত্রাসী কিনা, আইনভঙ্গ কোরছে কিনা এসব দেখারও তারা প্রয়োজন বোধ কোরছেন না। হেযবুত তওহীদ এসলাম প্রচার কোরছে এই অপরাধই তাদের কাছে যথেষ্ট। আজ পর্যন্ত হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে যে ২৭৪টি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হোয়েছে, তার অধিকাংশেরই কারণ মিডিয়ার মিথ্যাচার যা দ্বারা জনসাধারণ এবং প্রশাসনে কর্মরত ব্যক্তিগণও দারুণভাবে প্রভাবিত। কিন্তু বাস্তবে তদন্ত কোরতে গিয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্ত্তাগণ আজ পর্যন্ত হেযবুত তওহীদের একটিও অপরাধ ও আইনভঙ্গ খুঁজে পান নি, যে কথা তারা দ্ব্যার্থহীন ভাষায় তাদের তদন্ত প্রতিবেদনগুলিতে উল্লেখ কোরেছেন। বিজ্ঞ আদালত সেসব তদন্ত রিপোর্টের মূল্যায়ন কোরলেও মিডিয়ার কাছে সেগুলি মূল্যহীন। তাদের তথ্যসন্ত্রাসে এতে

বিন্দুমাত্রও ভাটা পড়ে নি। এসলামকে সন্ত্রাস আখ্যা দিয়ে বিশ্বময় যে এসলাম বিরোধী প্রচারণা এখন চোলছে, হেযবুত তওহীদ তারই বলি।

তবে মিডিয়ার প্রকৃত অবস্থান যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নয়, এসলামের বিরুদ্ধে তা সংবাদপত্রের সচেতন পাঠক মাত্রই জানেন। যারা নিয়মিতভাবে দেশের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক সংবাদমাধ্যমগুলির প্রচারিত সংবাদ পড়েন, শোনেন এবং দেখেন, তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য কোরে থাকবেন যে, মিডিয়া দীর্ঘদিন যাবত হেযবুত তওহীদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করানোর জন্য সরকারের ওপর অবিশ্রান্তভাবে চাপ প্রয়োগ কোরে আসছে; এবং আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলিকে হেযবুত তওহীদের কর্মীদেরকে হয়রানী, গ্রেফতার, রিমান্ড ও নির্যাতন করার জন্য লেলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কোরে চোলছে। তাদের মিথ্যা অপপ্রচারে প্রভাবিত হোয়ে পুলিস, র‍্যাব ইত্যাদি বাহিনীর সদস্যরা আমাদের কি পরিমাণ হয়রানী ও নির্যাতন কোরে চোলেছে তা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হোয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের একজন কর্মীও আদালতে দোষী প্রমাণিত হয় নি। এতে মিডিয়া আরো মরিয়া হোয়ে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য (*Forcing the hands*) যাদেরকে নিষিদ্ধ করা জরুরী বোলে তারা (মিডিয়া) নিজেরা মনে করে সেগুলির তালিকা তৈরী কোরে বহুবার সংবাদপত্রে প্রকাশ কোরেছেন এই বোলে যে **‘এদের নিষিদ্ধ করা উচিৎ এবং সরকার অতি শীঘ্র এদের নিষিদ্ধ ঘোষণা কোরতে যাচ্ছে’।**[১] এইসব তালিকায় তারা প্রতিবারই হেযবুত তওহীদের নাম প্রথম দিকে সন্নিবেশিত কোরেছেন। লক্ষণীয় যে, এই তালিকগুলোয় তারা যে সব আন্দোলন বা সংগঠনের নাম উল্লেখ কোরেছেন তার সবগুলিই জাতীয় জীবনে এসলামী সমাজব্যবস্থা চায় এবং তালিকার মধ্যে সেই সব চরমপন্থী সন্ত্রাসী বাহিনীগুলির নাম নেই যারা চাঁদাবাজী, নরহত্যা, গুম, ডাকাতি, লুন্ঠন, অপহরণ, চোরাকারবারী, অবৈধ অস্ত্র সংরক্ষণ ও ব্যবহার করে, এমন কি পুলিসের সাথে বন্দুকযুদ্ধ, পুলিস হত্যা, থানা লুটের ন্যায় মারাত্মক অপরাধ অহরহ কোরছে।

লক্ষণীয় এই যে, মিডিয়া কর্তৃক উক্ত তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর পুলিস প্রশাসন ব্যাপকভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত কোরে প্রকৃতপক্ষেই যারা নিষিদ্ধ হওয়ার উপযুক্ত তাদের একটি তালিকা

১। দৈনিক যুগান্তর ২৪/১০/২০০৯

সরকারকে প্রদান করে। উক্ত তালিকাটি বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[১]

গোয়েন্দা পুলিস প্রদত্ত সেই তালিকায় স্বভাবতই উপরোক্ত ঐ সন্ত্রাসী বামপন্থী দলগুলির নামই স্থান পেয়েছে এবং তাতে হেযবুত তওহীদের নাম নেই। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রশাসন বিভাগ সরেজমিনে তদন্ত কোরে যারা সত্যিই নিষিদ্ধ হওয়ার উপযুক্ত তাদের নামই সরকারের কাছে সুপারিশ কোরেছেন। অথচ এই মিডিয়া কতোখানি নির্লজ্জ তার একটি নমুনা হোচ্ছে এই যে, **পুলিস প্রণীত উক্ত তালিকাটিতে তাদের দূরভিসন্ধি প্রতিফলিত না হওয়ায় তারা তখনই আরেকটি তালিকা প্রকাশ করে যার এক নম্বরে আবারও হেযবুত তওহীদের নাম।**[২] এবং লক্ষণীয় ব্যাপার হোল এ তালিকাতেও কোন চরমপন্থী দলের নাম ছিল না।

চরমপন্থী এই সব দলের সংঘটিত অপরাধের বিবরণ শুনলে যে কোন মানুষেরই গা-শিউরে উঠবে। তারা প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে জনসমক্ষে নির্মমভাবে হত্যা কোরছে, মৃতদেহকে খণ্ডবিখণ্ড কোরে বিভিন্ন জনসমাগমপূর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে কাটা মাথা ফেলে রাখছে।[৩] শুধু তাই নয়, তারা বহু থানা, পুলিস ফাঁড়ি আক্রমণ কোরে অস্ত্রশস্ত্র লুট কোরেছে, এ যাবত শত শত আইন শৃংখলা রক্ষাকারী লোককে হত্যা কোরেছে। তাদের এই সন্ত্রাসী কার্য্যকলাপের কিছু উদাহরণ এখানে উল্লেখ কোরছি।[৪]

- **নরহত্যা:** স্বাধীনতার পর পরই আরম্ভ হয় বামপন্থীদের দৌরাত্ম। ১৯৭২ এর জানুয়ারী থেকে জুন' ৭৩ পর্যন্ত চরমপন্থীদের হাতে খুন হয় ৪,০২৫ জন মানুষ।[৫] গত ৩৭ বছরে অর্ধ লক্ষাধিক মানুষকে নিজেরা হত্যা কোরেছে অথবা

১। দৈনিক ইনকেলাব ২৯/১০/২০০৯ ঈসায়ী

২। দৈনিক যুগান্তর ৩০/১০/২০০৯ ঈসায়ী

৩। দৈনিক আমার দেশ ১১/০৮/২০০৯ ঈসায়ী

৪। এখানে প্রদত্ত পরিসংখ্যানগুলি বিভিন্ন জাতীয়, আঞ্চলিক ও অনলাইন পত্রিকা থেকে সংগৃহীত যা তাদের অপরাধমূলক কার্য্যকলাপের আংশিক চিত্র তুলে ধরে, সম্পূর্ণটা নয়।

৫। "বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড: ফ্যাক্টস অ্যান্ড ডকুমেন্টস" লেখক-সাবেক তথ্যমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ।

হত্যার মুখে ঠেলে দিয়েছে।[১] শুধু ২০১০ সনের জুন-আগস্ট মাসে কুষ্টিয়াতে খুন হোয়েছে ৭০ জনেরও বেশী। দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গত ৩৬ বছরে খুন হোয়েছে ১৩ হাজার মানুষ। বেসরকারী হিসাবমতে, ৫ হাজার ৭০০ নিরীহ মানুষ এবং ৭ হাজার ২৩০ জন অন্তর্কোন্দলে খুন হোয়েছে।[২] বাম চরমপন্থীদের তৎপরতার শুধুমাত্র ঝিনাইদহ জেলার যে চিত্র পাওয়া যায় তা রীতিমত ভয়ানক। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত দুই দশকে এই একটি জেলাতেই চরমপন্থী দলের হাতে ও নিজস্ব সংঘাতে ৩ হাজার মানুষ খুন হয়। আর বিগত তত্বাবধায়ক সরকারের আগের ২ বছরে খুলনা বিভাগের ১০ জেলায় শ্রেণী শত্রু খতমের নামে ৩৫০ জন মানুষ হত্যা করা হয়।[৩]

- **জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড:** গত দুই দশকে সিরাজগঞ্জ পাবনা ও নাটোরের বিভিন্ন স্থানে চরমপন্থী দলের হামলায় ইউ.পি. চেয়ারম্যান ও পুলিসসহ কমপক্ষে আড়াই শ' মানুষ খুন হোয়েছে।[৪] ১৯৯০ সাল থেকে এ পর্যন্ত দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোয় **প্রায় ৬৬ জন চেয়ারম্যান চরমপন্থীদের হাতে খুন হোয়েছেন[৫],** এর প্রায় অর্দ্ধশত হত্যাকাণ্ডই সংঘটিত হোয়েছে গত এক দশকের মধ্যে।[৬] ভয়ে গ্রাম ছেড়েছেন বহু চেয়ারম্যান। দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এভাবেই বহু রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, নির্বাচিত ইউ.পি. মেম্বার, চেয়ারম্যান বা প্রার্থী নিহত হোয়েছেন যাদের সংখ্যা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়।
- **প্রশাসনের উপর হামলা ও অস্ত্র লুট:** গত এক যুগে (২১ ডিসেম্বর '১০ পর্যন্ত) দেশের বিভিন্ন থানা, পুলিস ক্যাম্প, ফাঁড়িসহ বিভিন্ন শিল্প কারখানা, রেলওয়ে, বন্দরে দায়িত্বরত পুলিস ও আনসারের উপর হামলা চালিয়ে চরমপন্থীরা আগ্নেয়াস্ত্র দু'শটি এবং বিপুল পরিমাণ গোলা বারুদ লুট কোরেছে।[৭] কোন কোন থানা দুইবার পর্যন্ত লুট করা হয়।

১। দৈনিক সংগ্রাম-২১/০৪/১১

২। আমার দেশ-১২ মার্চ ২০১১

৩। *sundaylinebd.com (30 Novemberi 2010)*

৪। দৈনিক কালেরকন্ঠ ২২/০৭/২০১০ ঈসায়ী

৫। *kumarkhalihotnews.wordpress.com (31 March 2011)*

৬। *www.ukbdnews.com (23 March 2011)*

৭। *bangla.newsbnn.com* (২১/১২/২০১০ ঈসায়ী) (দৈনিক যুগান্তর থেকে)

২০০৫ থেকে এখন পর্যন্ত ২৩ জন পুলিস কর্মকর্তা ও সদস্য সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হয় যার অধিকাংশ ঘটনাই ঘটে চরমপন্থীদের সাথে বন্দুকযুদ্ধে।[১] ১৯৭৩ সালের জুলাই-আগস্ট এই দুই মাসে বাম উগ্রপন্থীরা ১৩টি পুলিস ফাঁড়ি ও ১৮টি বাজার আক্রমণ করে, ১৪০টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৬ হাজার ৬শ ৮০টি গোলাবারুদ লুট করে। হত্যা করে ২৬ জন রাজনৈতিক নেতাকর্মী।[২] ১৯৭৪ সালে চরমপন্থী নানা সশস্ত্র সংগঠনের হাতে ১৫০টি ছোট-বড় হাটবাজার লুট, অর্দ্ধশত ব্যাঙ্ক ডাকাতি, প্রায় দুই ডজন থানা ও পুলিস ফাঁড়ি লুট হোয়েছে। [৩]

পাঠক, অপরাধগুলির গুরুত্ব বিবেচনা কোরুন। পুলিস বাহিনী হোল আইন শৃংখলা রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সেই বাহিনীর একটি থানা বা ফাঁড়ি আক্রমণ কোরে যখন কোন সংঘবদ্ধ দল পুলিস হত্যা কোরে অস্ত্র লুট কোরে নিয়ে যায়, সেই ঘটনাটি নিশ্চয়ই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি মারাত্মক আঘাতস্বরুপ এবং এই ঘটনা যদি বারবার ঘটে তা নিশ্চয়ই আরও ভয়ঙ্কর! এমন মারাত্মক ঘটনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিৎ? হওয়া উচিৎ যে, প্রশাসনের সর্বত্র নাড়া পড়ে যাবে এবং জনসাধারণের মধ্যে এই হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি হবে। কিন্তু আশ্চর্য্যজনক বিষয় হোচ্ছে, **এই জাতীয় ঘটনা আমাদের দেশের ঐসব অঞ্চলে বহুবার ঘোটেছে এবং ঘোটছে কিন্তু প্রশাসনের সর্বত্র যেভাবে তোলপাড় হওয়ার কথা ছিল তা তো হয়ই নি বরং দেশের অন্যান্য থানার কর্মকর্তাদের অনেকেই হয়তো এ সংবাদগুলি জানেনও না, সাধারণ মানুষের তো কথাই নেই।** এর কারণ কি? এর একমাত্র কারণ 'মিডিয়ার পক্ষপাতদুষ্ট নীতি'। মিডিয়া যেভাবে ঘটনাগুলি প্রচার কোরলে প্রশাসনের সর্বত্র নাড়া পড়ে এবং প্রশাসন এই দলগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ কোরতে বাধ্য হয়, দেশের আপামর জনতা সচেতন হয় এবং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে সেভাবে তারা প্রচার করে নি। তারা ঘটনাগুলি বড় জোর ভিতরের পাতায়, যেখানে কারো খুব একটা নজর পড়ে না এমন জায়গায় দায়সারাগোছের একটি সংবাদ পরিবেশন কোরেই তাদের দায়িত্ব পালন কোরে থাকে। তাদেরকে গ্রেফতার, হয়রানী, রিমান্ডে নেওয়ার জন্যও পুলিসকে প্ররোচিত করে না। অন্যদিকে হেযবুত

১। দৈনিক প্রথম আলো ২১/০৮/২০১০ ঈসায়ী

২। দৈনিক সংগ্রাম-২১/০৪/১১ ঈসায়ী

৩। "বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড: ফ্যাক্টস অ্যান্ড ডকুমেন্টস" লেখক-সাবেক তথ্যমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ।

তওহীদ সম্পূর্ণ বৈধ একটি আন্দোলন, যা নিষিদ্ধও নয়, জঙ্গীও নয়, গত ১৭ বছরে যে আন্দোলনের একটি মাত্র অপরাধ করার রেকর্ড নেই, সেই হেযবুত তওহীদকে মিডিয়া জঙ্গী, সন্ত্রাসী, নিষিদ্ধ, গোপন সংগঠন ইত্যাদি বোলে শত হাজারবার এমনভাবে প্রচার কোরেছে যে প্রশাসনের প্রায় সকলেই এই কথাগুলি মনেপ্রাণে বিশ্বাস কোরে নিয়েছে, সাধারণ মানুষের মনে এমনভাবে প্রোথিত হোয়েছে হেযবুত তওহীদ আসলেই জঙ্গী, নিষিদ্ধ ইত্যাদি।

মিডিয়ার এই প্রোপাগান্ডার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ২০ জানুয়ারী ২০০৮ তারিখে দৈনিক দেশবাংলায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম **“পটুয়াখালীতে হেযবুত তওহীদের ব্যানারে বই ও লিফলেট বিতরণ : জনমনে প্রশ্ন”।** সংবাদের ভাষ্য হোচ্ছে হেযবুত তওহীদের কিছু মহিলা কর্মী আন্দোলনের এমামের লেখা কিছু বই বিক্রয় কোরছিলেন। এ নিয়ে ৭ম ও ৮ম পৃষ্ঠার দুই কলাম জুড়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সংবাদটি ছাপা হয় এবং বই দু’টির রঙ্গিন ছবিও প্রকাশ করা হয়। অথচ এই দু’টি বই-ই সম্পূর্ণ বৈধ, কেবল তা-ই নয়, কোন বই প্রকাশ ও বিক্রয়ের জন্য যে যে প্রক্রিয়া অনুসরণ কোরতে হয় তার সবকিছু মেনেই বইগুলি বিক্রয় করা হোচ্ছিল। তারপরও এই বৈধ কার্য্যক্রমকে প্রতিহত করার জন্য হেযবুত তওহীদের নামে সংবাদটিতে বহু মিথ্যাচারের পর উক্ত সংবাদকর্মী পটুয়াখালীর এস.পি.-র সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাকে প্রত্যক্ষভাবে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। ঐ একই পত্রিকায় একই দিনে শেষ পৃষ্ঠার এক কোণায় ছোট কোরে, খুব ভালো কোরে না দেখলে নজর পড়বে না এমন জায়গায় আরেকটি সংবাদ প্রকাশিত হোয়েছে যার শিরোনাম **“মেহেরপুরে চরমপন্থী আটক : অস্ত্রসহ ৩টি শক্তিশালী বোমা উদ্ধার।”** সংবাদ ভাষ্যে বলা হয় র্যা ব অভিযান চালিয়ে একটি দেশীয় বন্দুক ও তিনটি বোমা উদ্ধার করে যার দু’টির ওজন ৪৫০ গ্রাম এবং অপরটির ওজন ৯৫০ গ্রাম। অতি সাধারণভাবে পরিবেশিত এ সংবাদে উদ্ধারকৃত অবৈধ অস্ত্র, এমন কি গ্রেফতারকৃত চরমপন্থীর ছবিও ছাপা হয় নি। একই দিনে একই পত্রিকায় প্রকাশিত দু’টি সংবাদের মধ্যে একটিতে রোয়েছে রাইফেল ও বোমা উদ্ধার, আর অপরটিতে সম্পূর্ণ বৈধ দু’টি পুস্তিকার প্রচারকার্য্য, এ দু’টি সংবাদের মধ্যে কোনটি আসলে প্রচার করার মত সংবাদ? নিঃসন্দেহে বোমা ও অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনাটি, নয় কি? কিন্তু বাস্তবে মিডিয়া কি কোরেছে? তারা হেযবুত তওহীদের প্রচারকার্য্যরে ঘটনাটি, যা প্রকৃতপক্ষে কোন সংবাদই নয়- সেটাই এমন জোরে সোরে প্রচার কোরল এবং শব্দ ব্যবহারের কলাকৌশল প্রয়োগ কোরে অতি সাধারণ এ বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন

কোরল যে মনে হয় হেযবুত তওহীদের কয়েকজন নারী কর্মী পুরো দক্ষিণবঙ্গে ভয়ানক আতঙ্ক সৃষ্টি কোরে ফেলেছেন! এখানে মাত্র একটি উদাহরণ দেওয়া হোল, এমন উদাহরণ আমরা শত শত দিতে পারি। অবশ্য আমাদের বিষয়ে এর চেয়ে তুচ্ছ ঘটনাও মিডিয়ার নজর এড়ায় না। হেযবুত তওহীদের এক মোজাহেদার সাথে তার স্বামীর আন্দোলন সংক্রান্ত বিষয়ে মনোমালিন্যের ঘটনা পর্যন্ত সেই জেলার আঞ্চলিক পত্রিকাগুলিতো বটেই, বেশ কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায়ও স্থান পেয়েছে।[১] মিডিয়ার এই দ্বিমুখী নীতির কারণে সাধারণ মানুষ চরমপন্থীদের সন্ত্রাসের ঘটনা খুব কমই জানেন; পক্ষান্তরে হেযবুত তওহীদ কোন দিন কোন অপরাধ না করা সত্ত্বেও তার ব্যাপারে দেশের অধিকাংশ মানুষ অত্যন্ত নেতিবাচক ধারণা পোষণ কোরে আছেন। এই নেতিবাচক ধারণা যেন কোনভাবে দূর না হোতে পারে এবং মানুষ যেন হেযবুত তওহীদের সম্পর্কে তাদের মিথ্যাচারগুলি (জঙ্গী, নিষিদ্ধ সংগঠন) ভুলতে না পারে সে জন্য একই মিথ্যা সংবাদ তারা বছরের পর বছর প্রচার (*Follow up*) কোরে যেতে থাকে। আজ এ পত্রিকা তো কাল অন্য পত্রিকায় ১০ বছর আগের চর্বিত চর্বন চোলতেই থাকে।

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য মিডিয়া সর্বদা সচেষ্ট। হেযবুত তওহীদের সাথে ভারত, মায়ানমার, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশের জঙ্গীদের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে, তারা জে.এম.বি.-র অঙ্গ সংগঠন, তারা পাহাড়ে, জঙ্গলে, নদীর চরে গোপনে অস্ত্রের ট্রেনিং নেয়, বিদেশ থেকে তাদের জন্য অর্থ আসে ইত্যাদি বহু বানোয়াট বিষয় নিয়ে হাজার হাজার শব্দ তারা লিখেছেন। অপরপক্ষে ঐ চরমপন্থী দলগুলি ভয়ঙ্কর অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও, তাদের সাথে বৈদেশিক সন্ত্রাসীদের সম্পর্ক সর্বজনবিদিত হওয়া সত্ত্বেও[২] , এমনকি তারা গণতন্ত্র উৎখাত করার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও[৩] তাদেরকে নিষিদ্ধ করার জন্য মিডিয়া সরকারকে কোন চাপ প্রয়োগ করে না। **১৭ বছরে একটিও অপরাধ না করা হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে যে পরিমাণ পরিকল্পিত অপপ্রচার (*Propaganda*) চালানো হোয়েছে, তার তুলনায় ঐ ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী বামপন্থী**

১। দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক ডেসটিনি, দৈনিক মতবাদ, দৈনিক আজকের পরিবর্তন, দৈনিক শাহনামা, দৈনিক সোনালী সংবাদ (৩১/১২/২০০৭ ঈসায়ী)

২। *ebanglapress.com*

৩। তাদের সবচেয়ে প্রচারিত শ্লোগান: ভোটের বাক্সে লাথি মারো, সমাজতন্ত্র কায়েম করো।

সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে তার শতকরা একভাগ প্রচারও তারা চালায় নি।

প্রশ্ন হোচ্ছে, হেযবুত তওহীদকে নিষিদ্ধ করার জন্য তাদের এত মরিয়া হোয়ে প্রশাসনের উপর ক্রমাগতভাবে চাপ সৃষ্টি করার কারণ কি?

মিডিয়ার এই বিপরীতমুখী আচরণের সহজ সরল কারণ হোচ্ছে, মিডিয়া যাদের হাতে তারা এই চরমপন্থী দলগুলির মতই এসলামী জীবন-ব্যবস্থার বিদ্বেষী। তাই এই চরমপন্থীদের দ্বারা সংঘটিত অন্যায়, অপরাধ, আইনভঙ্গ, গণতন্ত্রের বিরোধিতা ইত্যাদি কোন কিছুই মিডিয়ার দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এসলাম বিরোধিতার ব্যাপারে উক্ত সন্ত্রাসী দলগুলি এবং মিডিয়ার মধ্যে প্রক্রিয়াগত পার্থক্য থাকলেও নীতিগত কোন পার্থক্য নেই, তাদের অভিন্ন নীতি হোল এসলামের বিরোধিতা করা। **হেযবুত তওহীদ জঙ্গী না অহিংস, আইন ভঙ্গকারী না আইন মান্যকারী, সন্ত্রাসী না সন্ত্রাসবিরোধী - এসব মিডিয়ার কাছে কোন মুখ্য বিষয় নয়, হেযবুত তওহীদের বিরোধিতা কোরতেই হবে, কারণ হেযবুত তওহীদ এসলাম চায়, আর মিডিয়া আল্লাহ, রসুল ও এসলামের ঘোর বিরোধী।**

উল্লেখ্য যে, চরমপন্থী ঐ দলগুলির সন্ত্রাসী কার্য্যকলাপ প্রসঙ্গটি এখানে অবতারণা করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, আমরা তাদের সন্ত্রাসী কার্য্যকলাপের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা কোরছি। বরং এর প্রকৃত উদ্দেশ্যে হোচ্ছে, মিডিয়া নিজেদের যে সন্ত্রাস বিরোধী অবস্থানের কথা প্রচার কোরে থাকে তা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা প্রমাণ করা। তাদের অবস্থান সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে হোলে যারা প্রকৃতই সন্ত্রাসী তাদের বিরুদ্ধেই মিডিয়া বেশী সোচ্চার হোত। **উপরের পরিসংখ্যান সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, তাদের প্রকৃত অবস্থান সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নয়, তাদের অবস্থান এসলামের বিরুদ্ধে।** হেযবুত তওহীদ এসলাম চায়, এই অপরাধই তাদের কাছে যথেষ্ট।

এই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দু'টো শক্তি, একটি এসলামবিদ্বেষী মিডিয়া, এবং অপরটি এসলামের ধারক-বাহক, পতাকাধারী আলেম-মোল্লা শ্রেণী, এই উভয় শ্রেণীর একতরফা, নিরবচ্ছিন্ন অপপ্রচারের ফলে জনগণ এবং প্রশাসন উভয়ই হেযবুত তওহীদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভুল ধারণার মধ্যে নিমজ্জিত হোয়ে আছেন। এই মিডিয়ার অপপ্রচারের মাধ্যম হোচ্ছে রেডিও, টিভি, পত্রপত্রিকা, ইন্টারনেট ইত্যাদি এবং ধর্মব্যবসায়ীদের অপপ্রচারের মাধ্যম হলো মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব,

খানকা, ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদি। এদের উভয়ের অপপ্রচারের উদ্দেশ্য হলো - সরকারকে ব্যবহার কোরে হেযবুত তওহীদকে দমন করা, এবং এতে তারা যথেষ্ট সফল হোয়েছে, সরকারকে এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার কোরতে সক্ষম হোয়েছে এবং হোচ্ছে। তাই আদালতের রায় এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে যারা হেযবুত তওহীদ সম্বন্ধে তদন্ত কোরেছেন তারা হেযবুত তওহীদকে নির্দোষ ঘোষণা করা সত্ত্বেও হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, এর কর্মীদেরকে গ্রেফতার, নির্যাতন ও হয়রানী সমানভাবে চোলছে।

যারা দেশের আইন শৃংখলার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের নিবেদন, ইতিপূর্বে আপনাদের বিভাগের যে সকল কর্মকর্তা আমাদের বিষয়ে তদন্ত কোরেছেন আমাদের সম্পর্কে তাদের বক্তব্য এখানে উল্লেখ কোরেছি। তা সত্ত্বেও যদি আপনাদের ধারণা হয় যে হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে গত ১৭ বছরে যথেষ্ট তদন্ত করা হয় নি, তবে **আপনারা আরও তদন্ত করুন। আপনাদের নিজস্ব দক্ষ জনবল আছে, তাদের মাধ্যমে পূর্বের চেয়ে আরও ঘনিষ্ট ও নিবীড়ভাবে হেযবুত তওহীদকে পর্য্যবেক্ষণ কোরুন।** এ বিষয়ে আমাদের তরফ থেকে আপনাদের সাধ্যমত সহযোগিতা করা হবে। কিন্তু মিডিয়ার মিথ্যা প্রচারের ভিত্তিতে হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হোয়ে এই নির্দোষ আন্দোলনের কর্মীদেরকে আর অযথা হয়রানী কোরবেন না। বরং যারা প্রকৃতই অপরাধী তাদের দিকে আপনাদের মনোযোগ, শ্রম, অর্থ, সময় ব্যয় করুন, যাতে কোরে জাতি আপনাদের দ্বারা উপকৃত হয়। **জনসাধারণের প্রতিও এই অনুরোধ, যথেষ্ট হোয়েছে, ধর্মব্যবসায়ী ও এসলামবিরোধী মিডিয়ার মিথ্যাপ্রচারে প্রভাবিত হোয়ে আর আপনারা হেযবুত তওহীদের উপর অবিচার ও নির্যাতন চালাবেন না।**

আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর সেরাতুল মোস্তাকীমে হেদায়াত করুন। আমীন॥

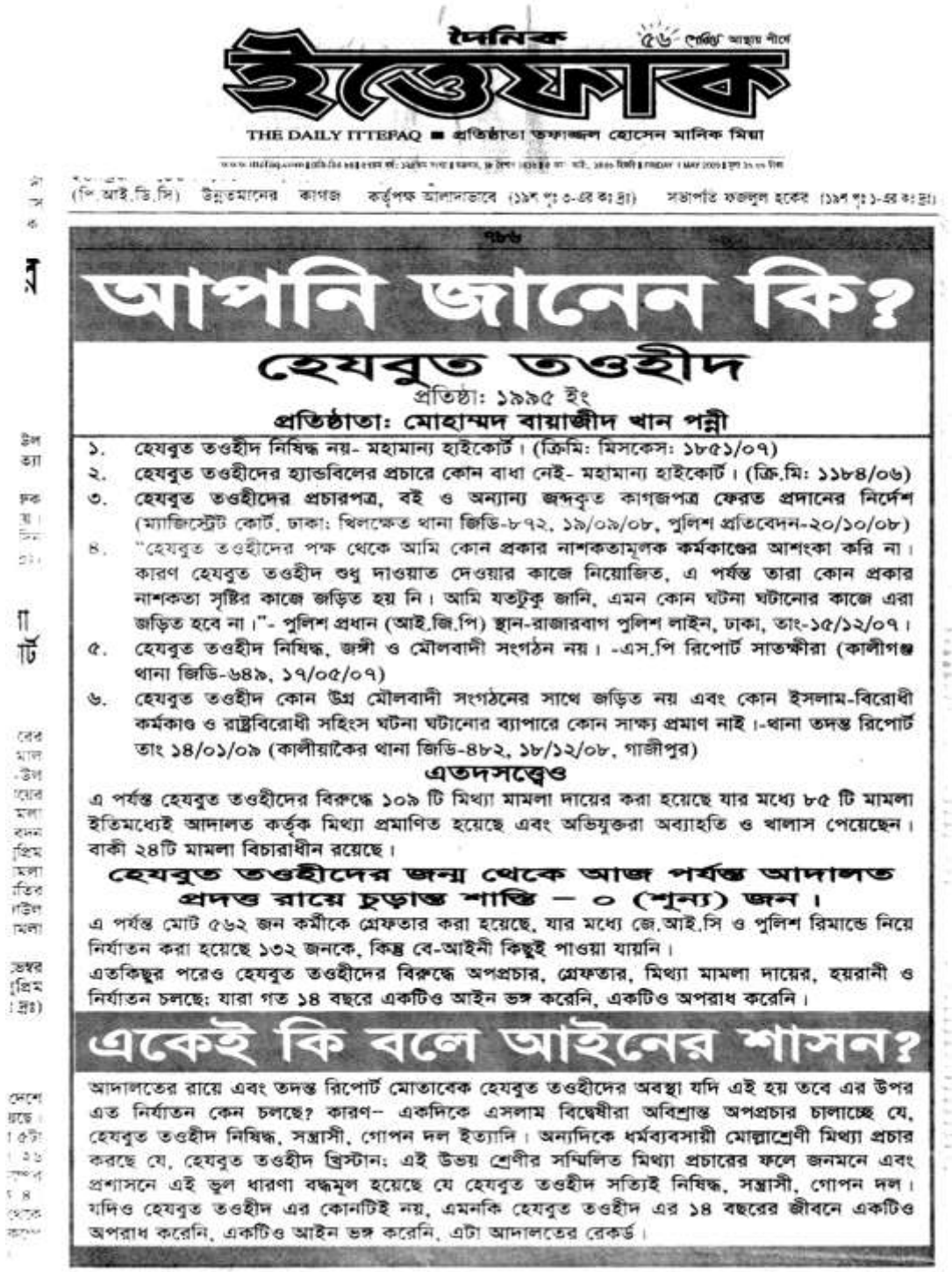

দৈনিক ইত্তেফাক

THE DAILY ITTEFAQ ■ প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

(পি.আই.ডি.সি) উন্নতমানের কাগজ কর্তৃপক্ষ আলাদাভাবে (১৯শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ) সভাপতি ফজলুল হকের (১৯শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

৭৮৬

আপনি জানেন কি?

হেযবুত তওহীদ

প্রতিষ্ঠা: ১৯৯৫ ইং

প্রতিষ্ঠাতা: মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

১. হেযবুত তওহীদ নিষিদ্ধ নয়- মহামান্য হাইকোর্ট। (ক্রিমি: মিসকেস: ১৮৫১/০৭)

২. হেযবুত তওহীদের হ্যান্ডবিলের প্রচারে কোন বাধা নেই- মহামান্য হাইকোর্ট। (ক্রি.মি: ১১৮৪/০৬)

৩. হেযবুত তওহীদের প্রচারপত্র, বই ও অন্যান্য জব্দকৃত কাগজপত্র ফেরত প্রদানের নির্দেশ (ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, ঢাকা: খিলক্ষেত থানা জিডি-৮৭২, ১৯/০৯/০৮, পুলিশ প্রতিবেদন-২০/১০/০৮)

৪. "হেযবুত তওহীদের পক্ষ থেকে আমি কোন প্রকার নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের আশংকা করি না। কারণ হেযবুত তওহীদ শুধু দাওয়াত দেওয়ার কাজে নিয়োজিত, এ পর্যন্ত তারা কোন প্রকার নাশকতা সৃষ্টির কাজে জড়িত হয় নি। আমি যতটুকু জানি, এমন কোন ঘটনা ঘটানোর কাজে এরা জড়িত হবে না।"- পুলিশ প্রধান (আই.জি.পি) স্থান-রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা, তাং-১৫/১২/০৭।

৫. হেযবুত তওহীদ নিষিদ্ধ, জঙ্গী ও মৌলবাদী সংগঠন নয়। -এস.পি রিপোর্ট সাতক্ষীরা (কালীগঞ্জ থানা জিডি-৬৪৯, ১৭/০৫/০৭)

৬. হেযবুত তওহীদ কোন উগ্র মৌলবাদী সংগঠনের সাথে জড়িত নয় এবং কোন ইসলাম-বিরোধী কর্মকাণ্ড ও রাষ্ট্রবিরোধী সহিংস ঘটনা ঘটানোর ব্যাপারে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নাই।-থানা তদন্ত রিপোর্ট তাং ১৪/০১/০৯ (কালীয়াকৈর থানা জিডি-৪৮২, ১৮/১২/০৮, গাজীপুর)

এতদসত্ত্বেও

এ পর্যন্ত হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে ১০৯ টি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে যার মধ্যে ৮৫ টি মামলা ইতিমধ্যেই আদালত কর্তৃক মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এবং অভিযুক্তরা অব্যাহতি ও খালাস পেয়েছেন। বাকী ২৪টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

হেযবুত তওহীদের জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত আদালত প্রদত্ত রায়ে চূড়ান্ত শাস্তি — ০ (শূন্য) জন।

এ পর্যন্ত মোট ৫৬২ জন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যার মধ্যে জে.আই.সি ও পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে ১৩২ জনকে, কিন্তু বে-আইনী কিছুই পাওয়া যায়নি।

এতকিছুর পরেও হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, গ্রেফতার, মিথ্যা মামলা দায়ের, হয়রানী ও নির্যাতন চলছে: যারা গত ১৪ বছরে একটিও আইন ভঙ্গ করেনি, একটিও অপরাধ করেনি।

একেই কি বলে আইনের শাসন?

আদালতের রায়ে এবং তদন্ত রিপোর্ট মোতাবেক হেযবুত তওহীদের অবস্থা যদি এই হয় তবে এর উপর এত নির্যাতন কেন চলছে? কারণ– একদিকে এসলাম বিদ্বেষীরা অবিশ্রান্ত অপপ্রচার চালাচ্ছে যে, হেযবুত তওহীদ নিষিদ্ধ, সন্ত্রাসী, গোপন দল ইত্যাদি। অন্যদিকে ধর্মব্যবসায়ী মোল্লাশ্রেণী মিথ্যা প্রচার করছে যে, হেযবুত তওহীদ খ্রিস্টান: এই উভয় শ্রেণীর সম্মিলিত মিথ্যা প্রচারের ফলে জনমনে এবং প্রশাসনে এই ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে হেযবুত তওহীদ সত্যিই নিষিদ্ধ, সন্ত্রাসী, গোপন দল। যদিও হেযবুত তওহীদ এর কোনটিই নয়, এমনকি হেযবুত তওহীদ এর ১৪ বছরের জীবনে একটিও অপরাধ করেনি, একটিও আইন ভঙ্গ করেনি, এটা আদালতের রেকর্ড।

এই বিজ্ঞাপনটি ২০০৯ সনে দেশের অনেকগুলি প্রধান জাতীয় দৈনিক যেমন আমারদেশ (২৯ এপ্রিল), ইত্তেফাক (১ মে), সমকাল (৪ মে), যুগান্তর (৬ মে), আমাদের সময় (৮ মে) - সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। এতে হেযবুত তওহীদের উপর প্রশাসনিক অন্যায়ের চিত্র তুলে ধরা হয়।

আল্লাহর দীন (দীনুল হক) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদীর যে মোজাহেদগণ আরবের মরুপ্রান্তর থেকে এ উপমহাদেশে এসেছিলেন তাদেরই উত্তরসূরী যামানার এমাম, এমামুয্‌যামান *(The Leader of theTime)* জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী ১৯২৫ সনে টাঙ্গাইলের করটিয়ার হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারে শবে বরাতের শেষ রাত্রে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের স্কুলের পাঠ শেষে তিনি প্রথমে সা'দত কলেজ এবং পরে কোলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়ন করেন। ছাত্র জীবনেই তিনি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে যুক্ত হোয়ে পড়েন। সেই সুবাদে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, অরবিন্দু বোস, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান মাশরেকী, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী এদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৬৩ সালে তিনি প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি) নির্বাচিত হন।

বুদ্ধি হবার পর থেকেই তিনি দেখতে পান সমস্ত মোসলেম জগত কোন না কোন পাশ্চাত্য প্রভুর গোলাম। তখন থেকেই একটি প্রশ্ন তাঁর মনে নাড়া দিতে থাকে যে, মুসলমান বোলে পরিচিত জাতিটিই যদি আল্লাহর মনোনীত জাতি হোয়ে থাকে তাহোলে তাদের এই ঘৃণিত দাসত্বের কারণ কি? একসময় আল্লাহর অশেষ রহমে এ প্রশ্নের জবাব তিনি পেতে আরম্ভ কোরলেন। একটু একটু কোরে, সারা জীবন ধোরে তিনি বুঝতে পারলেন কোথায় সেই শুভংকরের ফাঁকি, যে ফাঁকিতে পড়ে আজ যাদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হবার কথা--তারা পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জাতিতে পরিণত হোয়েছে। তিনি বুঝলেন, চৌদ্দশ' বছর আগে মহানবী যে দীনকে সমস্ত জীবনের সাধনায় আরবে প্রতিষ্ঠা কোরেছিলেন এবং পরবর্ত্তীতে তাঁর প্রকৃত উম্মাহ অর্দ্ধ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরেছিলেন, সেই দীনটি আর আজ আমরা 'এসলাম ধর্ম' বোলে যে দীনটি অনুসরণ কোরি এই দু'টি দীন পরস্পর-বিরোধী, বিপরীতমুখী দু'টো এসলাম। ফলে রসুলের নিজ হাতে গড়া জাতিটি এবং বর্ত্তমানের মোসলেম জনসংখ্যাটিও সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। এসলামের সঠিক আকীদা, তওহীদের মর্মবাণী, এবাদতের অর্থ, মো'মেন, মোসলেম, উম্মতে মোহাম্মদী হবার শর্ত্ত, হেদায়াহ-তাকওয়া, সালাতের (নামায) সঠিক উদ্দেশ্য, দীন প্রতিষ্ঠার তরিকা পাঁচ দফা কর্মসূচি এবং কিভাবে তাকে প্রয়োগ কোরতে হয় ইত্যাদিসহ আরো বহু বিষয় তিনি আল্লাহর দয়ায় বুঝতে পারলেন। রসুল ১৪০০ বছর আগে আখেরী যামানায় দাজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী কোরে গিয়েছেন সেইসব হাদীসের রূপক বর্ণনা থেকে প্রমাণ কোরলেন যে বর্ত্তমান ইহুদী-খ্রীস্টান যান্ত্রিক 'সভ্যতা'ই হোচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর দানব। তিনি তার এ উপলব্ধিগুলি লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ কোরলেন এবং প্রকৃত এসলামকে সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে 'হেযবুত তওহীদ' নামে একটি আন্দোলনের সূচনা কোরলেন। এই লক্ষ্যে তিনি তাঁর নিজের সমস্ত সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন এবং সামাজিক অবস্থানকে নির্দ্বিধায় পরিত্যাগ কোরেছেন। তিনি এমন এক পরশপাথর যার সংস্পর্শ মানুষকে জান্নাতের শান্তি দেয়। গত ১৬ বছর ধোরে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্যে দৃঢ়চেতা, আত্মপ্রত্যয়ী এ মহান ব্যক্তি নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন হাজার বছরের ফেকাহ, তফসির আর ফতোয়ার পাহাড়ের নিচে যে সহজ-সরল (সেরাতুল মোস্তাকীম) এসলাম চাপা পড়ে রোয়েছে সেই এসলামকে তার মৌলিক, অনাবিল রূপে উদ্ধার কোরে মানুষের সামনে উপস্থিত কোরতে।